দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 JAN 1997
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

07

জা'নগর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট :

ছাত্রদের ক্ষুদ্র ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করিয়া সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার সুযোগ দিন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্রদেরকে ক্ষুদ্র, হীন, নীচ ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করিয়া সত্যিকার মানুষ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার সুযোগদানের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি গতকাল (রবিবার) সকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে বিশ্ববিদ্যা-

(১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট

(১ম পৃঃ পর)

লয়ের প্রথম সমাবর্তনে সভাপতির ভাষণ দেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রথম ভিসি প্রফেসর মফিজ-উদ্দিন আহমদ, ১ম ব্যাচের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নূরুল হক, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী ও প্রো-ভিসি প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমেদ।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান অর্জন, গবেষণার কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ গঠনের প্রস্তুতির স্থান হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া বলেন, গত কয়েক যুগ ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নাই। কারণ ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করিয়া তাহাদেরকে সুশিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, বইয়ের পরিবর্তে ছাত্রদের হাতে আজ দেখা যাইতেছে অস্ত্র। ফলে প্রায়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাহাদেরকে বিবেকবান উন্নত চরিত্রের নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার পরিবর্তে অনেককেই চাঁদাবাজ, মস্তান ও সন্ত্রাসী বানানো হয়। ইহার ফলে একটি সভ্য জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

পাশ্চাত্যের স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের অনুকরণে গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা শুরু হইলেও উহার ধারাবাহিকতা বার বার ব্যাহত হইয়াছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হইল, পরমতসহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি এক সমন্বিত ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির লালন।

গ্রাজুয়েটদের প্রতি দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, এইবার তোমাদের সেবা প্রদানের পালা। তিনি বলেন, মাতৃঋণের মত দেশের ঋণ কখনও শোধ করা যায় না, সৎ কাজের মাধ্যমে সেই ঋণ স্বীকার করিতে হয়। তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে ছাত্রদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাফল্য কামনা করেন।

সমাবর্তনের অতিথি বক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মফিজউদ্দিন আহমদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রকে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল করিতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার দুর্বলতার কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী শ্রমদক্ষতা ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষায় বিনিয়োগকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলেন, এই খাতে বিনিয়োগের হার ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা হইতেছে। বর্তমানে এই সঙ্কট এমন এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে, উচ্চ শিক্ষার ভৌত কাঠামোই ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রথম এই সমাবর্তনে চ্যান্সেলর সাহাবুদ্দীন আহমদ মোট ২২ শত ৮৭ জন শিক্ষার্থীকে গ্রাজুয়েট, এম, ফিল ও পি,এইচ,ডি ডিগ্রী প্রদান করেন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ১৬ জনকে স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এমন একটি অনন্য অনুষ্ঠানে সনদ গ্রহণ পর্বের পর পরই গ্রাজুয়েটরা আবেগাপ্লুত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, রোমন্থন করে দীর্ঘদিনের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাহাদের স্ত্রী-সন্তানসহ ছুটিয়া যায় আবাসিক হলের নিজস্ব কক্ষটিতে। তরুণ-প্রৌঢ় শিক্ষার্থীদের সম্মেলন আর পদচারণায় অনুপম প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত ক্যাম্পাসটি গতকাল মুখরিত হইয়া উঠে।